সাধুসঙ্গ ও মহৎকৃপা

সাধু বা মহতের লক্ষণ। সাধন-প্রভাবে ভগবৎ-কৃপায় সর্ব্ববিধ মলিনতা দূরীভূত হওয়ায় যাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব-যোগ্যতা লাভ করিয়াছে এবং যাঁহাদের চিত্তে শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভূত হইয়া ভক্তিরূপে পরিণত হইয়াছে, তাঁহাদিগকেই সাধু বা মহৎ বলা যায়। যাঁহাদের চিত্ত এইরূপ অবস্থা লাভ করিয়াছে, বাহিরে তাঁহাদের যে যে লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতে উল্লিখিত হইয়াছে। "মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥ যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু। গৃহেষু জায়াত্মজারতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে॥ শ্রীভা ৫।৫।২-৩।" মহদ্-ব্যক্তিগণ সর্ব্বত্র সমদর্শী এবং সরল-চিত্ত (কুটিলতা-বর্জ্জিত), প্রশান্ত এবং ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধিযুক্ত, ক্রোধহীন, সকলেরই সুহৃৎ; তাঁহারা সাধু, কখনও পরের দোষ গ্রহণ করেন না; ভগবানে প্রীতিকেই তাঁহারা পরম-পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন, ভগবৎ-প্রীতি ব্যতীত অন্য বস্তুকে তাঁহারা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করেন; ভোজন-পানাদিতে বা স্ত্রী-পুত্র-বিত্ত-গৃহাদিতে আসক্তির কথা ত দূরে—ভোজন-পানাদিতে আসক্ত ব্যক্তি-সমূহের প্রতি,—তাহাদের জীবিকা বা কথাদিতে যাহারা প্রীতি লাভ করে, তাহাদের প্রতিও—মহদ্‌ব্যক্তিদের প্রীতি নাই। স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত গৃহাদিতে অবস্থান করিলেও স্ত্রী-পুত্রাদি বা গৃহ-বিত্তাদিতে তাঁহারা প্রীতিযুক্ত নহেন। যে পরিমাণ ধনাদি দ্বারা ভগবৎ-সেবাত্মিকা ভক্তির অনুষ্ঠান নির্ব্বাহিত হইতে পারে, তদতিরিক্ত বিত্তাদি তাঁহারা কখনও গ্রহণ করেন না। তাঁহারা নির্লোভ, দেহ-দৈহিক বস্তুতে তাঁহাদের কোনওরূপ আসক্তি নাই।

এইরূপ মহদ্-ব্যক্তিদের সম্বন্ধেই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—ইঁহারাই আমার হৃদয়, আমিও ইঁহাদের হৃদয়, তাঁহারাও আমা ব্যতীত অন্য কিছু জানেন না, আমিও তাঁহাদের ব্যতীত অন্য কিছু জানিনা (শ্রীভা, ৯।৪।৬৮)। এ সমস্ত মহাত্মারা গৃহে থাকিলেও নিষ্কিঞ্চন; নিষ্কিঞ্চনের পোষাক ধারণ করিলেই কেহ বাস্তবিক নিষ্কিঞ্চন হয় না; যিনি একমাত্র ভক্তি-বাসনাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া দেহ-দৈহিক-বস্তুতে সম্যক্‌রূপে আসক্তি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই নিষ্কিঞ্চন।

সাধু মায়াতীত। মহৎ-কৃপা ও ভক্তি। মহদ্ ব্যক্তিগণ মায়ার অতীত; মায়া তাঁহাদের সম্মুখীন হইতে পারে না; কারণ, তাঁহাদের চিত্ত চিচ্ছক্তির বিলাসরূপ শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়াছে। সূর্য্য উদিত হইলে অন্ধকার যেমন আপনা-আপনিই দূরে পলায়ন করে, তদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্বময়-চিত্ত মহদ্ ব্যক্তিগণ যাঁহার প্রতি কৃপা করেন, তাঁহার চিত্ত হইতেও বিষয়-বাসনা অন্তর্হিত হইয়া যায়, তাঁহার চিত্তেই ভক্তির উদ্রেক হয়—কৃপা-শক্তির সহযোগে তাঁহাদের চিত্ত হইতে শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা ভক্তি তাঁহার চিত্তে প্রবাহিত হইয়া যায়। বাস্তবিক, ভক্তির উন্মেষের পক্ষে সাধুসঙ্গ ও মহৎকৃপা অপরিহার্য্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—"কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ।" মহৎকৃপাব্যতীত কৃষ্ণভক্তি জন্মিতে পারে না। "মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে বহু সংসার নহে ক্ষয়॥"

পঞ্চম-বর্ষীয় বালক ধ্রুব ঐকান্তিকভাবে "পদ্মপলাশ-লোচনকে" ডাকিতেছিলেন। তাঁহার ঐকান্তিকতা পদ্মপলাশ-লোচনের মনেও স্পন্দন জাগাইয়াছিল। ধ্রুবকে দর্শন দিয়া কৃতার্থ করার জন্য তাঁহার ইচ্ছা হইল। কিন্তু ধ্রুব তখনও দর্শন লাভের যোগ্যতা লাভ করেন নাই; যেহেতু, তাঁহার চিত্তে ছিল বিষয়-বাসনা। পদ্ম-পলাশ-লোচন নারায়ণ নিষ্কিঞ্চন ভক্ত নারদকে ধ্রুবের নিকট পাঠাইলেন। নারদের কৃপায় ধ্রুবের বিষয়-বাসনা দূর হইল; তখন তিনি শ্রীনারায়ণের দর্শন পাইলেন। নিষ্কিঞ্চন ভক্ত নারদের কৃপায় ধ্রুবের বিষয়-বাসনার মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইয়া গিয়াছিল। তাই শ্রীনারায়ণ যখন তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন, তখন ধ্রুব বলিলেন—"প্রভু, কাচের অন্বেষণ করিতে করিতে আমি কাঞ্চন পাইয়াছি। বর আর চাইনা; তোমার চরণসেবাই চাই।"

কর্ম্মকারেরা কয়লার আগুনে কাজ করে। একটী পাত্রে কতকগুলি কাঠ-কয়লা রাখিয়া তাহার মধ্যে একটী জ্বলন্ত কয়লা দিয়া ফু দিতে থাকে; ফু দিতে দিতে জ্বলন্ত কয়লার স্পর্শে কালো কয়লাগুলিও জ্বলিয়া উঠে। কিন্তু একটী জ্বলন্ত কয়লা না দিয়া কেবল কালো কয়লার উপরে সমস্ত দিন ভরিয়া ফু দিলেও কয়লা জ্বলিবে না। সাধকের জীবনে মহতের কৃপা হইতেছে জলন্ত কয়লার তুল্য, আর সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান হইতেছে—ফু দেওয়া। বাসনা-মলিন চিত্তই কালো কয়লা। মহৎ-কৃপারূপ জ্বলন্ত কয়লার স্পর্শ ব্যতীত কেবল সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানে বাসনামলিন চিত্তরূপ কালো কয়লা জ্বলিবেনা—চিত্তের মলিনতা দূর হইবে না। শাস্ত্রে গুরুর লক্ষণরূপে যাহা উক্ত হইয়াছে, মহতের লক্ষণও তাহাই। শাস্ত্রোক্ত-লক্ষণযুক্ত গুরুকৃপাও মহৎ-কৃপাই।

ভক্ত-পদরজঃ, ভক্ত-পাদোদক এবং ভক্ত-ভুক্ত-অবশেষ—ভক্তিশাস্ত্রে এই তিনটী বস্তুর বিশেষ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। "ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল। ভক্তভুক্ত-অবশেষ—তিনমহাবল॥ এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণে প্রেমা হয়। পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥ অন্ত্য, ১৬শ॥

সাধক ভক্ত ও সিদ্ধ ভক্ত। এখন দেখিতে হইবে, কৃষ্ণ-ভক্ত কাহাকে বলে। যাঁহাদের অন্তঃকরণ শ্রীকৃষ্ণভাবে ভাবিত, তাঁহাদিগকে কৃষ্ণভক্ত বলে। "তদ্ভাবভাবিতস্বান্তাঃ কৃষ্ণ-ভক্তা ইতীরিতাঃ॥" ভ, র, সি, ২।১।১৪২॥ কৃষ্ণভক্ত দুই রকম—সাধক ও সিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে যাঁহারা জাতরতি, কিন্তু সম্যক্‌রূপে যাঁহাদের বিঘ্ন-নিবৃত্তি হয় নাই, এবং যাঁহারা কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার-বিষয়ে যোগ্য, তাঁহারাই সাধক-ভক্ত বলিয়া পরিকীর্ত্তিত। বিল্বমঙ্গল-তুল্য সাধক-সকলই সাধক-ভক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন। "উৎপন্ন-রতয়ঃ সম্যক্ নৈর্বিঘ্ন্যমনুপাগতাঃ। কৃষ্ণসাক্ষাৎকৃতৌ যোগ্যাঃ সাধকাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ভ, র, সি, ২।১।১৪৪॥ বিল্বমঙ্গল-তুল্যা যে সাধকাস্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ভ, র, সি, ২।১।১৪৫॥" আর যাঁহাদের অবিদ্যা-অস্মিতাদি সমস্ত ক্লেশ ও অনর্থ দূরীভূত হইয়াছে, যাঁহারা সর্ব্বদাই কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় কর্ম্মই করেন, এবং যাঁহারা সর্ব্বদাই প্রেম-সৌখ্যাদির আস্বাদন-পরায়ণ, তাঁহারাই সিদ্ধভক্ত। "অবিজ্ঞাতাখিল-ক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিতক্রিয়াঃ। সিদ্ধাঃ স্যুঃ সন্তত-প্রেমসৌখ্যাস্বাদপরায়ণাঃ॥ ভ, র, সি, ২।১।১৪৬।" ভগবান্ ভক্তের বশীভূত; তাই ভগবৎ-কৃপাও ভক্তকৃপা-সাপেক্ষ। এজন্যই ভক্তিবিষয়ে ভক্তকৃপার অপরিহার্য্যতা।